যুগান্তর

তারিখ 4 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

শিক্ষানীতি সম্পর্কে মতামত দেবে জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিশু ও শ্রম বিষয়ক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং আইএলও বাংলাদেশের নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে মতামত দিতে চায়। এজন্য তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সোমবার সাংবাদিকদের জানান, জাতিসংঘের ওই তিন সংস্থার সঙ্গে তারা আগামী ৬ আগস্ট আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন। তিনি আরও জানান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি শিক্ষা

মতামত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

মতামত : শিক্ষানীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের কাছে আরও এক মাস সময় চেয়েছে। শিক্ষানীতির খসড়া নিয়ে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠন, দাতা সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা ও মতামত সংগ্রহ করতেই বাড়তি সময় দরকার। সময় বাড়ানোর ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বর্ধিত এক মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন তারা।

গত ৮ এপ্রিল শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি গঠনের ২৫ দিন পর প্রথম বৈঠকে ২ জনকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত এবং অধ্যাপক ড. খলীকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করা হয়। কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করতে বলা হয়। রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'মিট দ্য রিপোর্টার্স' অনুষ্ঠানেও শিক্ষামন্ত্রী একথা বলেছিলেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির জন্য দুটি কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। তা হচ্ছে— শিক্ষানীতি-২০০০ এর অধিকতর সংশোধনপূর্বক একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি দু'মাসের মধ্যে ১৬ দফা বৈঠক করে ২০ জুলাই একটি খসড়া চূড়ান্ত করেছে এবং ২২ জুলাই থেকে তা নিয়ে মতবিনিময় শুরু করেছে।

অধ্যাপক আহমদ জানান, নতুন এ শিক্ষানীতি ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের আলোকেই করা হয়েছে। ২৭টি অধ্যায় সংবলিত এ খসড়ায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরের স্তরকে উচ্চশিক্ষার স্তর হিসেবে চিহ্নিত করার সুপারিশ রয়েছে। কমিটির সূত্রে জানা গেছে, মতবিনিময়ের জন্য মোট ৪২টি সংগঠনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত ২২টি সংগঠনের মতামত পেয়েছেন তারা। আগামী ৬ আগস্ট তিনটি দাতা সংস্থার সঙ্গে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে— ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং আইএলও। শিক্ষা ও শ্রম বিষয়ক জাতিসংঘের এ তিনটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করেছে, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে তারা মতবিনিময়ে আগ্রহী। এছাড়া শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সঙ্গেও মতবিনিময় [illegible] এবং হবে।